



## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কোতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন।

১৫ আগস্ট ২০২১:

বাংলাদেশ দূতাবাস, মস্কোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়েছে। দিনের প্রথম প্রহরে ভোর ৯:০০ ঘটিকায় মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মাধ্যমে কর্মসূচীর শুরু করা হয় ও একটি মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। অতঃপর মস্কোতে সরকারী সফরে থাকা বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর রাশিয়ান ফেডারেশনে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুল আহসান দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দকে নিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

সন্ধ্যার কর্মসূচির শুরুতেই ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের কালো রাতে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শাহাদাৎবরণকারী সকল সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান এর রচনা ও আবৃত্তিতে 'কাঁদো বাঙ্গালি কাঁদো' কবিতাটির রেকর্ডকৃত ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। আয়োজনের এ পর্যায়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছর 'মুজিববর্ষে' অনুষ্ঠিতব্য এবারে জাতীয় শোকদিবসে এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র 'মুজিববর্ষ' প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর শোক দিবসে উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা শোক জ্ঞাপন ও প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপর সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর অক্লান্ত প্রচেষ্টার উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।





আলোচনা সভায় বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের এই নির্মম হত্যায়ুক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে এই চিরস্থায়ী কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে থাকবে।

সভাপতির বক্তব্যে মান্যবর রাষ্ট্রদূত ১৯৭৫ সালের এই দিনে শাহাদাত্‌বরণকারী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নজিরবিহীন এই হত্যাকাণ্ডে বিশ্বব্যাপী যে একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়েছিল তা তাঁর নিজের কূটনৈতিক পেশাগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিধৃত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে আজকের এই শোকের দিনকে শক্তিতে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আলোচনা পর্বের সবশেষে প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান জাতির পিতা ও তাঁর শহিদ পরিবারের সদস্যদের কথা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে একদম কাছে থেকে দেখার যে সুযোগ লাভ করেছিলেন সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সহজ-সরল ও অতিসাধারণ জীবন যাপনের কিছু চাম্ফুষ অভিজ্ঞতা সকলের সামনে মূর্ত করে তোলেন মাননীয় মন্ত্রী। আন্দোলন-সংগ্রামে বারবার কারাবরণকারী বঙ্গবন্ধুর জীবনের আত্মত্যাগ ও এ মহাকর্মযজ্ঞে তাঁর পরিবারের বিশেষত তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা মুজিবের অবদান ও পরিপূর্ণ সমর্থন মন্ত্রী মহোদয় তাঁর স্বরচিত কাব্যের ভাষায় উপস্থাপন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের গভীর সংস্কৃতিমনা সত্তা উপস্থিত সকলের সামনে উন্মোচিত করেন। তিনি বলেন যে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবার হারানোর নিদারুণ মর্মবেদনা বুকে নিয়েই তাঁর পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। শোককে শক্তিতে পরিণত করে মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়ার এটা একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। পরিশেষে মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা ও বঙ্গমাতার আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত জীবনাদর্শকে হৃদয়ে প্রথিত করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশমাতৃকার উন্নয়নের জন্য সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবার উদাত্ত আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু সহ ১৫ অগাস্ট শাহাদাত্‌বরণকারী তাঁর পরিবারের সকলের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে একটি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

-০-

